প্রথম আলো

তারিখ 28 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

অভিমত ভিন্নমত

ছাত্ররাজনীতি : অসম্পূর্ণ সরকারি উদ্যোগ

ছাত্রদের হাতে কলমের বদলে শোভা পাচ্ছে লাঠি

২০ জানুয়ারির পর থেকে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠসমূহে তেমন কোনো অস্থিরতার খবর পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি নিঃসন্দেহে সুখকর। বিশেষ করে যেসব অভিভাবক সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাঁদের শঙ্কা আপাতত কেটে গেছে বলেই মনে হচ্ছে। যদিও গতকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলমালের খবর আমাদের আবার নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে।

প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনের পর দেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অস্থিরতা ও সহিংসতার বিষয়টি একরকম রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। তবে স্বস্তির কথা, এবার অল্প-স্বল্পেই উচ্চ শিক্ষা জগতের আকাশ থেকে সহিংসতার কালো মেঘের ঘনঘটা কেটে গেছে। সরকারের আন্তরিকতা বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী পদক্ষেপে সহিংসতার শিকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে রক্তপাত বন্ধ হয়েছে।

গত ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের অভাবনীয় মহাজয়ের পরপরই আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলীয় নেতা-কর্মীদের কোনো রূপ বিজয় মিছিল না রে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করার নির্দেশ দন। এ নির্দেশের ফলে দেশে তেমন কানো রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা না টলেও আওয়ামী লীগের সরকার ঠনের কয়েক দিন যেতে না যেতেই লটির ছাত্র সংগঠন ধীরে ধীরে ত্ররাজনীতির পুরোনো ও চিরচেনা ংস্কৃতিতে ফিরে যেতে থাকে। ্যাম্পাসে হারানো আধিপত্য পুনরুদ্ধারে ংপরোয়া হয়ে উঠতে থাকে সংগঠনের অনেক নেতা-কর্মীই। তাদের সহিংসতাপূর্ণ আচরণে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে পড়াশোনার পরিবেশ বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। দেশের সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে এ বিষয়ে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ হতে থাকে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহিংসতা বন্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেয়। তাতে আশানুরূপ ফল না হওয়ায় খোদ প্রধানমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্টদের কড়া নির্দেশ দেন। একপর্যায়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি গত মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভা থেকে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আসা নেতা-কর্মীদের ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধে কঠোর নির্দেশ দেয় এবং তাদের এই নির্দেশের ফলে মঙ্গলবারের পর থেকে ছাত্রলীগের আধিপত্য সৃষ্টি আপাতত বন্ধ হয়েছে।

দেশবাসী কি ছাত্রলীগের আধিপত্য কায়েমের অপচেষ্টা বন্ধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপকে সম্পূর্ণ বলে মেনে নিয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরে সহজে বলা যায়, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য হলেও পরিপূর্ণ নয়। কারণ, এখনো দেশবাসী শিক্ষার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তা ও উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়ে একেবারে আশঙ্কামুক্ত হতে পারেনি। আপাতত শঙ্কামুক্ত হলেও সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেনি দেশের অধিকাংশ মানুষ।

২০ জানুয়ারি দৈনিক *প্রথম আলোর* নিয়মিত অনলাইন জরিপের বিষয় ছিল, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন বিএনপি ও জামায়াতপন্থী বলে সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না—স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর এমন মন্তব্য গ্রহণযোগ্য কি না'। জরিপে অংশগ্রহণ করেন ৪০১৬ জন। উত্তরদাতাদের ৭২.৫৬ শতাংশই মনে করে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর এমন মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। জরিপের এ দৃষ্টান্ত ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন ও আধেয় বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হবে, বেশির ভাগ মানুষই ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের ওপর সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে আশানুরূপ সন্তুষ্ট নয়।

এর সমূহ কারণ রয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান সরকারি দল নির্বাচনে দিনবদলের যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষের বিশেষ করে তরুণদের হৃদয় জয় করেছে তাতে দেশবাসীর প্রত্যাশাও কিন্তু তাদের ওপর অনেক বেড়েছে। আওয়ামী লীগের দিনবদলের সনদে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকারে ছিল। প্রিয় দলকে ক্ষমতায় বসিয়ে সেই দলেরই ছাত্রসংগঠনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হোক, তা দলের কোনো সাধারণ সমর্থকও দেখতে ও মানতে চাইবে না। এটাই স্বাভাবিক। কাজেই, নিজ ছাত্র সংগঠনকে আরও সংযত করতে হবে বলেও দেশের সচেতন শ্রেণী মনে করছে, যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন গণমাধ্যমে।

আওয়ামী লীগের 'দিনবদলের সনদ' অনুযায়ী দেশের মানুষের প্রত্যাশানুযায়ী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করতে হবে এবং একই সঙ্গে তা বজায় রাখতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নিজ ছাত্র সংগঠনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। ছাত্রলীগের যেসব কর্মী ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দায়ী তাদের প্রয়োজনে দল থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে সোপর্দ করতে হবে। মেধা, যোগ্যতা ও একাডেমিক কার্যক্রমের ওপর নির্ভর করে দলে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

শেখ শফিউল ইসলাম : শিক্ষক, কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউডা)।
shafiuluoda@yahoo.com